কোয়েকার্স হিলের নতুন দোকান

কোয়েকার্স হিলে পাকিস্তানী দোকান, রহমত, সবাই চেনেন। Douglas রোডের ফুটপাথ ধরে স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকুন নতুন একটা সাইন বোর্ড চোখে পড়বে। নদীর নামে নাম - মেঘনা

স্পাইসেস। গত ২০শে জুলাই থেকে চালু হয়েছে, নতুন দোকান - খাঁটি বাংলাদেশী। জনাব রেজাউর রহমান, তার ছোট জামাই খান মাহমুদ রাব্বি এবং তাদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নিকট আত্মীয় মিলে শুরু করেছেন এই নতুন দোকান। কাজে কর্মে যেই থাকুক কাগজে কলমে অবশ্য ৩য় অংশীদার নিকট আত্মীয়ের স্ত্রী, সাবরিনা হাসান।

বেশ বড়সড় দোকান। দোকানের ঠিক সামনেই রাস্তার ওপারে বিশাল কার পার্ক। কেনাকাটা করতে এসে পার্কিংয়ের ঝামেলায় পড়তে হবে না। নতুন দোকান হিসাবে জিনিসপত্র প্রচুর বলতে হবে এবং আরো আসছে। বেশ কিছু নতুন দেশী পণ্য দেখে খুব ভাল লাগলো। যারা নিয়মিত বাংলাদেশী দোকানে যাতায়াত করেন তাদের কাছে হয়তো নতুন নয় কিন্তু কচুর লতি, দেশী পটল, দেশী সিম, কেচকী মাছ আর মুখি কচুর এমন সুন্দর প্যাকেট আমি আগে কখনো দেখিনি। দেশের সত্যিই উন্নতি হয়েছে বলতে হবে। অনেকে বলবেন

প্যাকেটে কি আসে যায়। ভেতরের জিনিসটাই আসল। তা ঠিক, মালিক পক্ষ এবার নিশ্চয় বলবেন - পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রেজাউর রহমান অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছেন ১৯৯১ সালে। বহু দিন ডুনসাইডে ছিলেন। কয়েক বছর আগে আকাশিয়া গার্ডেনে চলে এসেছেন নতুন বাড়িতে। খান মাহমুদ রাব্বি লেখাপড়া করতে অষ্ট্রেলিয়া আসেন। ইনফরমেশন টেকনোলজিতে পড়াশুনা করেছেন মেলবোর্ণে। চাকরী খোঁজার ফাঁকে বিসনেসে অভিজ্ঞতা অর্জন - মন্দ কি! দোকানটি মূলত তিনিই চালাবেন। তাকে সাহায্য করবেন, সৈয়দ আকবর হোসেন এবং রেজওয়ান হাসান। এরা দুজনেই একাউন্টিং এর ছাত্র। আকবরের সাথে কথা হলো। সাত সকালে সেই কোগরা থেকে ট্রেন ধরে সেন্ট্রাল হয়ে কোয়েকার্স হিল। দীর্ঘ পথ। বিদেশে ছাত্র জীবন সহজ নয়। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু উপার্জন না করলে চলা কঠিন। তাই এত ছোটাছুটি। এদেশে বাংলাদেশীরা মূলত চাকরিজীবী। তবে ধীরে ধীরে হলেও বিসনেসের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এতে দেশী স্বাদ যেমন সহজলভ্য হচ্ছে তেমনি সহজ হচ্ছে ছাত্রদের কিছু উপার্জনের পথ।

Meghna Spices, 2/6 Douglas Road, Quakers Hill, Phone: 9837 0205